PLSA, SEM-2, CC-4

প্রশ্ন:- ভারতের দল ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উত্তর:- ভূমিকা :- দলীয় ব্যবস্থা হল আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল নিঃসন্দেহে একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বর্তমান ভারতে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান পরিচালিকা শক্তি হিসাবে স্বীকৃত। ১৯৮৫ সালের ৫২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতের দল ব্যবস্থা সর্বপ্রথম সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। সংসদের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনেও রাজনৈতিক দলের উল্লেখ দেখা যায়।

ভারতীয় রাজনীতিতে দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

(১) বহু দলীয় ব্যবস্থা :- ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। জাতীয় দল ও অসংখ্য আঞ্চলিক দলের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতের বর্তমানে 6 জাতীয় দল রয়েছে এগুলি হল - জাতীয় কংগ্রেস ,বিজেপি, ভারত কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ), ভারত কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই), নেশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি। আঞ্চলিক দল গুলি হল -তৃণমূল কংগ্রেস, ডি এম কে, এ আই ডি এম কে ,অকালি দল ইত্যাদি।

2. কংগ্রেস দলের প্রাধান্য : ভারতের দল ব্যবস্থাকে প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু দলের অস্তিত্ব থাকলেও একটি দলের প্রাধান্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি দলের প্রাধান্য বলতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্যকেই বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে কংগ্রেস দলের প্রাধান্য অনেকাংশ কমে গেছে তার জায়গায় স্থান হয়েছে অন্যান্য দলের।

3. কংগ্রেস দলের ভাঙ্গন ও অবসান : ভারতীয় দল ব্যবস্থার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে জাতীয় কংগ্রেস দল ভেঙে অধিকাংশ দলগুলির জন্ম হয়েছে। নবম সাধারণ নির্বাচনের পর প্রভুত্বকারী দলীয় ব্যবস্থায় অথবা কংগ্রেস দলের একচেটিয়া প্রাধান্যের অবসান ঘটেছে। বর্তমানের জনতা দল, সমাজবাদী দল, লোকদল, তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস একসময় কংগ্রেস দলের মধ্যেই ছিল।

4. শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব; ভারতের দলীয় ব্যবস্থার অপর এক বৈশিষ্ট্য হল শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত সারা দেশে কংগ্রেস দলের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। তখন কোনো ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শক্তি ছিল না। নবম সাধারণ নির্বাচনের পর দেড় বছর কংগ্রেস দল শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতে বিরোধীদল গুলির মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য, রেষারেষি ফলে তাদের মধ্যে কোন ঐক্যতা সৃষ্টি হয়নি। ফলে ভারতের বিরোধীদল গুলি শক্তিশালী ভূমিকা বাউনে পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বিরোধী দলের ভূমিকা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে।

5. ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল :- ভারতে বিশিষ্ট কোনো নেতা বা নেত্রীকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দল পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নেতা বা নেত্রীর ভাবমূর্তির ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও বিকাশ ভারতীয় রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল- কংগ্রেসে নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধি; সমাজতন্ত্রী দলে জয়প্রকাশ নারায়ণ; রাষ্ট্রীয় জনতা দলের লালুপ্রসাদ যাদব, AIADMK দলের জয়ললিতা; DMK দলের করুণানিধি ইত্যাদি ।

6. আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য :- আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য ভারতীয় দল ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। একাদশ এবং দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত দলের সমর্থন ছাড়া বর্তমান জোট রাজনীতির সময়ে কোনো একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের পক্ষে কেন্দ্র অথবা রাজ্যে সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। ডি. এম. কে, তেলেগু দেশম, জাতীয় সম্মেলন, আকালী দল, অসমে অসম গণপরিষদ প্রভৃতি আঞ্চলিক দলের কথা বলা যায়।

7. ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল :- ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সাম্প্রদায়িক দলের অস্তিত্ব দলীয় ব্যবস্থার অপর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের দলগুলি নিজেদের ধর্মীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পেরেছে। নির্বাচনী প্রচারের কাজে ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি পিছিয়ে নেই। যেমন মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, রামরাজ্য পরিষদ, আকালী দল, শিবসেনা প্রভৃতি।

৪. মতাদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক দল :- ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ও কর্মসূচি। তাদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে এই দলগুলির নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। গান্ধিবাদ, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী মতাদর্শ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দেখা যায়।

9. গণসংগঠন ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা:- বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক সংগঠন যুক্ত রয়েছে। যেমন— কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন INTUC, C.P.I-এর AITUC. সি.পি. এমের CITU, কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদ বা CP, CPM-এর ছাত্র সংগঠন SEI প্রভৃতির কথা বলা যায়। জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত সংগঠনগুলি তৈরি করা হয়েছে।

10. জোটবদ্ধ রাজনীতির আবির্ভাব:- নবম সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দলের পক্ষেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

অর্জন করে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও এই একই চিত্র দেখা যায়। কোনো দলই আঞ্চলিক বা স্থানীয় রাজনৈতিক দলের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত কেন্দ্র অথবা রাজ্যে সরকার গঠন করতে পারছে না। সেই কারণে গড়ে উঠেছে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন জোট বা কোয়ালিশন। যে সমস্ত জোটগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে সেগুলি হল – (ক) বি.জে.পি. নেতৃত্বাধীন জোট (NDA), (খ) কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বাধীন জোট (UPA) এবং বাম জোট (Left Alliance) I

11. দল ভাঙার প্রবণতা : অন্তর্দলীয় কোন্দলের অনিবার্য পরিণতি দলের ভাঙন। শুধু জাতীয় দলে নয়, আঞ্চলিক দলগুলিতেও ভাঙনের রাজনীতি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। অন্তর্দলীয় কোন্দল ছাড়াও ব্যক্তিত্বের সংঘাত, মতাদর্শগত বিরোধ ইত্যাদি এই গুনের মূলে কাজ করে। ১৯৯২ সালে তেলেগু দেশম্ ভেঙে যায়।

12. দলত্যাগ : অন্তর্দলীয় কোন্দলের অপর পরিণতি হল দলত্যাগ। ভারতে যেসব দলত্যাগের ঘটনা ঘটে, এর পিছনে থাকে ব্যক্তিগত লাভের প্রশ্ন ও নীতিহীনতা। দলত্যাগের ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর জনগণের আস্থা কমে যায়, গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ সালে ওড়িশার জনৈক বিধায়ক আট সপ্তাহে আটবার দলত্যাগ করেন।

13. ভাষাভিত্তিক দলের অবস্থিতি : ভারতবর্ষ একটি বহু ভাষাভাষী দেশ। ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রাধান্যকারী অংশ ও শ্রেণি নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল গড়ে উঠেছে। ওইসব দল দলীয় কর্মসূচির মধ্যে নিজ নিজ ভাষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এইভাবে তামিল ভাষাকে কেন্দ্র করে তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে. এবং পরে এ. আই. ডি. এম. কে. দল গড়ে ওঠে। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি ইত্যাদি হল ভাষাভিত্তিক দলের কয়েকটি উদাহরণ।

ভারতীয় রাজনীতিতে নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে আঞ্চলিক দলগুলি। সর্বভারতীয় দলের জায়গা নিয়েছে আঞ্চলিক দলগুলি।ভারতের বর্তমান দলীয় ব্যবস্থাটি অনেকটাই ব্যক্তিগত কোন্দলে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের না আছে কোনো উচ্চ আদর্শ, না আছে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা, আছে শুধু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার উচ্চাশা এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার উদগ্র বাসনা। ফলে রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতি মানুষের ভাবনা-চিন্তা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।